পপুলার পিকচার্সের—দ্বিতীয় অর্ঘ্য

"আবর্ত্তন"

9-5-36

সাধারণ গ্রন্থাগার
বালি

আবর্ত্তন

শিল্পী পরিচয়

নির্ম্মল	...	সুপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী (এঃ)
শরত	...	ধীরেন ঘোষ (এঃ)
বেণী	...	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
বিজন	...	শরত চট্টোপাধ্যায়
জগন্নাথ	...	প্রফুল্ল দাস
হারাধন	...	কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়
পল্টু	...	জীবন গাঙ্গুলী
কেশব	...	ক্ষেত্র ভট্টাচার্য্য (এঃ)
ভজনরাম	...	বিজয় মজুমদার
গোপাল	...	সুধীর দে (এঃ)
বিজলী	...	কুমারী **শীলা হালদার**
সাহারা	...	শেফালিকা (পুতুল)
মমতা	...	রেণুকা ঘোষ
নীহার	...	গোপালীবালা
রাণী	...	ইন্দিরা
নর্ত্তকী	...	আঙ্গুরবালা
খ্যান্তমণি	...	অন্নপূর্ণা
জ্যোৎস্না	...	নীহারবালা
কানন	...	**ডলি রায়**
বিজনের ভগ্নী	...	কুমারী **মীরা সেনগুপ্তা**

উমাতারা, বেলারাণী, বীণাপাণি প্রভৃতি।

সংগঠনকারী

প্রযোজক	...	পপুলার পিক্‌চার্স
কাহিনী	...	৺নিশিকান্ত বসু রায়
পরিচালক	...	সতু সেন
চিত্র-সম্পাদক	...	চারু রায়
চিত্র-নাট্য ও সহকারী পরিচালক		হেমন্ত গুপ্ত
গীতিকার	...	শৈলেন রায় ও হাসিরাশি দেবী
সুর ও অবহ সঙ্গীত	...	সুর সজ্ঘ
প্রধান যন্ত্রশিল্পী	...	চার্লস্ ক্রীড্
আলোকশিল্পী	...	ভি, ভি, দাতে
সহকারী আলোকশিল্পী	...	জগদাশ
শব্দযন্ত্রী	...	এ, গফুর
সহকারী শব্দযন্ত্রী	...	ইয়াসিন্ ও সুরযরাম লাডিয়া
রসায়নাগার	...	জগত রায় চৌধুরী ও পূর্ণ চট্টোপাধ্যায়
দৃশ্যপট	...	মতিলাল
স্থির চিত্রশিল্পী	...	কানাই দাস

বি, নান, ১৮-এ, বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা
(পাবলিসিটি এজেন্ট) কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

গল্পাংশ

ধনী জমিদার গৌরীদাস বাবুর মৃত্যু-কাল ঘনিয়ে এল।……মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁর নিরুদ্দিষ্ট পুত্র নির্ম্মলকুমারের কোনও খোঁজ না পেয়ে তিনি তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু দেবীদাস বাবুর হাতে সমস্ত সম্পত্তি গচ্ছিত রেখে যান্—

আবর্ত্তন

গৌরীদাস বাবুর মৃত্যুর পরে দেবীদাস বাবু নির্ম্মলের প্রাপ্য সম্পত্তি নির্ম্মলের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'বার জন্যে তা'র যথেষ্ট খোঁজ করেন। কিন্তু নির্ম্মলের কোনও সংবাদই পাওয়া যায় না।

দেবীদাস বাবু থাকতেন বিদেশে। তাঁর দেশের সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করতেন তাঁর উকিল বন্ধু বেণী বসু। বহুকাল বিদেশে কাটিয়ে একমাত্র কন্যা বিজলীকে নিয়ে তিনি দেশে ফিরে আসবার কিছুদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে কন্যা বিজলীই হয় সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী।

.........বহুদিন রেঙ্গুনে কাটিয়ে নির্ম্মল কলিকাতায় ফিরে আসে—ফিরে আস্‌বার দু'একদিনের মধ্যেই তা'র মহাজন নাগরলাল যমুনালাল দশ হাজার টাকার পুরোণা দেনার জন্য 'বডি ওয়ারেণ্ট' দিয়ে তা'কে কোর্টে আনিয়ে হাজির ক'রে। নির্ম্মলের জেলই হ'ত —তা'র পুরোণা উকিল বন্ধু বিজন নিজে জামিন হ'য়ে সাতদিনের কড়ারে তাকে খালাস করে।

নির্ম্মল রেঙ্গুনে থাক্‌তে পিতার মৃত্যুর সংবাদ এবং পিতা যে তা'র সম্পত্তির ভার দেবীদাস বাবুর হাতে দিয়ে গেছেন, এ সংবাদ পেয়েছিল।

কিন্তু, যেদিন সে দেবীদাস বাবুর দেশের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হয়, দেবীদাস বাবু তখন আর এ পৃথিবীতে নেই।

বেণী বোস্‌ ছিলেন বিজলীর ও তার সম্পত্তির অভিভাবক। বেণী বাবু, দেওয়ান জগন্নাথ ও পুরাতন ভৃত্য ভজনরাম নির্ম্মল সম্বন্ধে সমস্ত ব্যাপারই জান্‌তেন।

বিজলীর বিপুল সম্পত্তি বেণী বোসকে চঞ্চল ক'রে তুলেছিল—সম্পত্তির প্রলোভনও তিনি সাম্‌লাতে পারেন নি। বিজলীর Estate-এর অভিভাবক হিসেবে ব্যাঙ্কে জমা টাকাটাও তাঁরই হাতে পড়ে—এবং তার কিছু তিনি খরচও ক'রে ফেলেন বিজলীর অজ্ঞাত-

সারে। অন্যের সঙ্গে বিজলীর বিয়ে হ'লে পাছে বিজলীর স্বামী এসে ব্যাঙ্কে জমা টাকার খোঁজ ক'রে, এই ভয়ে, বেণী বোস্ সব দিক বাঁচাবার চেষ্টা করেন, তাঁর এক দূর সম্পর্কে ভাগ্নে শরৎ মিত্রের সঙ্গে বিজলীর বিবাহ দে'বার পাকাপাকি বন্দোবস্ত ক'রে।

বিজলীর সঙ্গে শরতের বিবাহ যখন স্থির — ঠিক এমনি সময়ে শরতের ভাগ্যাকাশে ধূমকেতুর মত উদয় হয় নির্ম্মল।

জগন্নাথ দত্ত ও ভজন সাগ্রহে নির্ম্মলকে আহ্বান জানালেন—আর একজন, তা'কে প্রথম দৃষ্টি বিনিময়ে শুভ-মূহুর্ত্তেই অন্তরে বরন ক'রে নিলে—কে সে?

বেণী বোস্ প্রমাদ গণ্‌লেন—শরৎ হ'য়ে উঠল উন্মাদ।

বেণী বোস্ ও শরতের চক্রান্তে বিজলী ও নির্ম্মলের জীবনের গতি কোন্ পথে পরিবর্ত্তিত হ'ল তা দেখবেন—এই চিত্র-গৃহের রূপালী পর্দ্দায়।

সঙ্গীতাংশ

রাখাল—

ও আমার সোনার বঁধুরে—
ফুল হ'য়ে আজ রইবো ফুটে
তোমার চলার পথে।
আমি, ভ্রমর হ'য়ে ফির্‌ব বঁধু
তোমার সাথে সাথে ॥
যখন উদাস সুরে বাজ্‌বে বাঁশি
জাগ্‌বে কদম-কেয়া,
যখন, চখা-চখী করবে বঁধু
মন দেওয়া আর নেওয়া,
তখন আমায় আমি বিলিয়ে দেবো
সোনার বঁধুর হাতে ॥

—হেমন্ত গুপ্ত

বিজলী -

দেব তারই পায়ে ফুল দিয়ে আমি
চেয়েছিনু তোমারে,
সুন্দর তাই এসেছ আমারই দ্বারে।
নয়নে লাগিতে হৃদয় নিলেহে হরি,
প্রাণে প্রাণে সঙ্গীত দিলে যে ভরি,
তব প্রেম লাগি' পূজারই অর্ঘ্য
আমি দিনু আমারে ॥

- শৈলেন রায়

বিজলী ও নির্ম্মল—

কালো জলে ঢেউ ছলছলে আজ উতলা তরী,
প্রাণেরই খেয়ায় ভেসেছি পুলকে—
মরি গো মরি।
শান্ত পবন বিজন সন্ধ্যা-বেলা
একূলে ওকূলে ফুল ফুটানোর খেলা,
জ্যোছনা-জোয়ারে ভেসে যায়—
ভেসে যায় আজ চাঁদের তরী ॥

—শৈলেনরায়

বিজলী—

দেখা দাও, দেখা দাও ফুলেরি নয়নে মম—
তরুণ অরুণ সম।
প্রভাতে ফুলের আঁখি,
জাগালো ভোরের পাখী,
মোর আঁখিদল দাও খুলে তুমি
গানে গানে নিরূপম।
তব চোখে চোখ রাখি,
আমি স্বপনেতে র'ব জাগি,
বারে বারে ক'ব আর কিছু নয়,
প্রিয়তম, প্রিয়তম, প্রিয়তম ॥

—শৈলেন রায়

নীহার—

মন মুকুলে গন্ধ তুমি
জাগবে তুমি প্রাণের মাঝে
এই তো মোদের জানাজানি।
ফাগুন-দিনে সকাল সাঁঝে
ছন্দ জাগুক দখিন বায়ে
লুটিয়ে পড়ো আমার গায়ে
ফুলের চোখে ভ্রমর এসে
মিলুক নয়ন মধুর লাজে।

—শৈলেন রায়

সাহারা—

তুমি কি জান না ভালবাসা দিয়ে
রচি প্রিয় মোর এই গান
গান দেব বলে দিয়েছি আমারি প্রাণ
গানের আড়ালে বেঁধেছি প্রেমের রাখী
সোণার স্বপনে রেখেছি তোমারে ঢাকী
পূজার দেউলে এস আজ তুমি প্রিয়
এস মোর ভগবান।

জ্যোৎস্না—

ওগো কোন সে বীণার অজানা বাণী,
পরাণ মাঝারে কে দিল আনি ?
মাধবী নিশায় মাধুরী আঁকি
পরাণ মাঝারে উঠিল ভাসি
আঁকিয়া সুমধুর স্বপন খানি ॥
না-জানা আমার মালাটি গাঁথি,
গোপনে রাখি দিবস রাতি,—
অচেনা পথের অলক-পুরে,
কি সুর বাজে কার নূপুরে,—
হিয়ার সাথে নয়ন ঝুরে
কেন কি জানি ॥

—হাসিরাশি দেবী

সিনেমার স্লাইড বিজ্ঞাপন

এবং

সিনেমার বাংলা প্রোগ্রাম বই এর জন্য

বি, নান্, (পাব্লিসিটি এজেণ্ট)

১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ঠিকানায় লিখুন।

FOR

COLLAPSIBLE GATE

WROUGHT IRON GATE

AND GRILL

RING UP B. B. 3234

Manufacturers:—

PARIS COLLAPSIBLE GATE CO.,

16-1-A, BEADON STREET,

CALCUTTA.

Printed at Chittra Mandir, Calcutta.

বালি